দৈনিক খবর

তারিখ 05 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্ররা হিমশিম খাচ্ছে

।। শাহজাহান আলম সাজু ।।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম বা পদ্ধতি পরিবর্তন অপরিহার্য বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পদ্ধতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু না থাকায় ছাত্রদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষাবর্ষকে ১০ মাস ধরা হয়ে থাকে এবং ১০ মাসকে ৩টি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম ৪ মাস এবং পরবর্তীতে ৩ মাস ৩ মাস করে। প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ২৫ নম্বর করে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং বছরের শেষ সাময়িক পরীক্ষায় বাকী ৫০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পূর্বে সিলেবাস থেকে যতটুকু পড়ানো হয় তার মধ্যথেকেই ২৫ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর যেটুকু পড়ানো হয় তা থেকে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বছরের শেষ বা চূড়ান্ত সাময়িক পরীক্ষার সময় দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পর চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ পড়ানো হয়ে থাকে তা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার সমস্ত সিলেবাস অর্থাৎ সারা বছর যে সিলেবাস পড়ানো হয়েছে তার পুরাটা থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যার জন্য ছাত্রদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে এবং একই পড়া দু'বার পড়তে হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিটি শিক্ষাবর্ষকে দুইটি সিমিষ্টারে ভাগ করা হয় এবং প্রতি সিমিষ্টার পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত সিলেবাস শেষ করা হয় তাহলে ছাত্রদের অনেক সুবিধা হবে। তাছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে দেখা যায়, একটি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পরদিন থেকেই আবার ক্লাশ শুরু হচ্ছে, যারজন্য ছাত্ররা সারা বছর শুধু ক্লাশ আর পরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে একজন ছাত্রের জন্য যেটুকু অবসর সময় দরকার হয় তা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাচ্ছেনা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হল অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে কোন ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে এই পরিস্থিতিতে তার জন্য অন্যকোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকেনা।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র শারীরিক অসুস্থতা বা কোন দুর্ঘটনার জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে পরবর্তীতে তাদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে কোন ছাত্র জটিল কোন রোগ কিংবা দুর্ঘটনার ফলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তাদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। যারফলে দেখা যায় অনেক ভাল ছাত্রও অসুস্থতার জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করতে পারলে তার জন্য ভবিষ্যতেভাল রেজাল্ট করা সম্ভব হয় না। কারণ একটা পরীক্ষার নম্বর বাদ দেয়ার পর পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে ভাল করা সত্ত্বেও তেমন কোন ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এর জন্য ছাত্রদের প্রমোশন বাতিল কিংবা ভর্তি পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থতা বা আকস্মিক কোন কারণে কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে না পারলে পরবর্তীতে তাদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অভিজ্ঞমহলের ধারণা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে অসুস্থ ছাত্রদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির আরেকটি অসুবিধা হল এখানে কোন কারণে কোন ছাত্র পরীক্ষায় খারাপ করলে বা অকৃতকার্য হলে তার জন্য পরবর্তীতে আর কোন সুযোগ দেয়া হয় না। যার ফলে দেখা যায় অনেক ভাল ছাত্রও যদি কোন কারণে পরীক্ষায় খারাপ করে তাহলে তার জন্য পরীক্ষা ভাল করার জন্য পরবর্তীতে কোন সুযোগ দেয়া হয় না। এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র যদি কোন কারণে পরীক্ষায় খারাপ করে কিংবা তার মনমত নম্বর না পায় তাহলে সে ইচ্ছা করলে পরবর্তী ব্যাচের সাথে উক্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সে যদি উক্ত পরীক্ষায় পূর্বের তুলনায় বেশী নম্বর পায় তাহলে তার রেকর্ডে অতিরিক্ত নম্বর যোগ হবে। পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষায় কম নম্বর পায় তাহলে পূর্ববর্তী পরীক্ষার নম্বরই যোগ হবে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হল এখানে বাৎসরিক ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে পরবর্তী ক্লাশ শুরু করা সম্ভব হয় না। কারণ এখানে অনার্স বিষয়ে দুইটিতে অকৃতকার্য হলে ভর্তি বাতিল এবং একটিতে অকৃতকার্য হলে প্রমোশন বাতিল হয়ে যায়। একটি পরীক্ষায় খারাপ করলে পরবর্তী কোন পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি প্রমোশন বাতিল কিংবা ভর্তি বাতিলের এই ধরনের কোন নিয়ম কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে বলে শোনা যায় না।

তাছাড়াও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা খারাপ হলে তার জন্য কোন গ্রেস নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচটির অনার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই তার ফল প্রকাশ হবে। ছাত্রদের মতামত অনুযায়ী প্রথম ব্যাচটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কোর্স সমাপ্ত করেছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি কিছু গ্রেস নম্বর না দেন তাহলে অনেক ছাত্রকেই তৃতীয় বিভাগে পাস করতে হবে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রেস নম্বরের ব্যবস্থারয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে সর্বজনস্বীকৃত একটি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবীতে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই আন্দোলন করে আসছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির প্রসঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বক্তব্য হচ্ছে, স্বাধীনতা বিরোধী সাবেক উপাচার্য ডঃ মোমতাজ উদ্দীনের বিভিন্ন স্বাধীনতা বিরোধী কার্যকলাপ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও উপাচার্যের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণ করার জন্য পরীক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হয়রানি করার জন্য তখন পরীক্ষা সংক্রান্ত এই ধরনের মনগড়া আইন-কানুন তৈরী করেছিল। উল্লেখ্য, সাবেক উপাচার্য এই মনগড়া আইন তৈরী করেই শহীদ মিনার নির্মাণের সাথে জড়িত ২০ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং ১০ জন ছাত্রের প্রমোশন বাতিল করেছিল।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ছাত্র সমাজের বৃহৎ স্বার্থে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত বর্তমান পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করে সকল ছাত্রদের নিকট গ্রহণযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটি নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা উচিত।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ দিবসে অন্যান্যের মাঝে উপাচার্য

মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী), ৫ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে এবং একটি নতুন পুল নির্মাণের অভাবে মীর্জাগঞ্জ উপজেলা সদরের সাথে উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের অসংখ্য মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে দারুণ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারাভাবে অত্র উপজেলার সদর সুবিদখালীর সাথে উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষাকারী সুবিদখালী মজিদবাড়ীয়া রাস্তার হাজীখালী, রাণীপুর, চরখালী, গোলখালী ও দেউলী খালের ৫টি লোহার পুল ভেঙ্গে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পুলগুলোর কাঠের তক্তা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন কোন পুলের রেলিং ও ভীম পর্যন্ত নেই। আবার কয়েকটি পুলে বাঁশ ও কলাগাছ বিছিয়ে লোক চলাচল করে।

এছাড়া এই পথে প্রায় অর্ধশত রিকশা চলাচল করে। হাজীখালী খালের পুল অতিক্রম করার সময় ইতিপূর্বে ২টি শিশু পানিতে পড়ে যায়।

উল্লেখ্য, এই পথে কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়নে সিংবাড়ী খালে ১টি নতুন লোহার পুল নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।